(৫৭)

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... SEP 17 2006 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

# শিক্ষা এবং উন্নয়ন প্রসঙ্গ

'নগরে-বন্দরে, শহরে-গঞ্জে এমনকি নিভৃত পল্লীতেও সুন্দর পোশাক পর
ছেলেমেয়েরা স্কুলে যায়। এ দৃশ্য সত্যিই আমাকে মুগ্ধ করে।' গত রবিব
আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপরোক্ত অনুভূতি ব্যক্ত করে
প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। বাস্তবিকপক্ষেই একথা অনস্বীকার্য যে, সাম্প্রতি
বছরগুলিতে শিক্ষা সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। প্রাইমারী স্কুল হইে
শুরু করিয়া মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সং
বৃদ্ধি পাইয়াছে। প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই আছে প্রাইমারী স্কুল। সরকারী প্রাইমারী
থাকিলেও, আছে রেজিস্টার্ড কিংবা কমিউনিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গ্রামাঞ্চলে এ
হাইস্কুল এবং কলেজও হইয়াছে অনেক। এবতেদায়ী, দাখেল এবং কওমি মাদরাসা
আছে গ্রামে গ্রামান্তরে। এইসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শত সহস্র ছেলেমেয়ে লেখাপ
করে। দুই আড়াই দশক আগের তুলনায় পল্লী এলাকায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা
বাড়িয়াছে। ইহার একটি বড় কারণ, গ্রামাঞ্চলে; পৌর এলাকার বাহিরে মেয়েদে
লেখাপড়া ফ্রি। উপরন্তু আছে উপবৃত্তির ব্যবস্থা। প্রাথমিক পর্যায়ে ছেলে এবং মে
উভয়ই মাসান্তে সামান্য স্টাইপেন্ড পাইয়া থাকে। এইরূপ প্রণোদনামূলক পরিস্থিতি
শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াই স্বাভাবিক। আর, এই অবস্থাটিকে উৎসাহব্যঞ্জ
বলিয়া সনাক্ত না করিবার কোনো হেতু নাই। তা সত্ত্বেও, প্রাপ্ত পরিসংখ্যান হইে
ণ সাক্ষরতার যে হারটি পাওয়া যায়, তাহা কিন্তু যথেষ্ট উৎসাহব্যঞ্জক নয়। বর
ক্ষেত্রে রহিয়া গিয়াছে বিরাট এক বৈপরীত্য। ইউনেস্কোর রিপোর্ট অনুযা
াদেশে এখনও ৬ কোটি লোক নিরক্ষর। এদের মধ্যে ৪ কোটিই আবার প্রা
। অর্থাৎ এই ৪ কোটি নিরক্ষর লোকের বয়স নিদেনপক্ষে ১৮ এবং তদূর্ধ্ব
রজ্ঞান না থাকায় বোধগম্য কারণেই এই বিপুল জনগোষ্ঠী অর্থনৈতিক ক্ষে
ত ভূমিকা রাখিতে পারে না। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে পশ্চাতে পড়িয়া থাকা
াদের বিধিলিপি হইয়া রহিয়াছে। উপরোক্ত হিসাবে দেখা যাইতেছে যে, দে
রজ্ঞান বঞ্চিত অপ্রাপ্ত বয়স্কের সংখ্যা কমপক্ষে ২ কোটি। যে শিশুদের স্কু
নের বয়স হইয়াছে, তাহাদেরই এই হিসাবে ধরিবার কথা। অক্ষরজ্ঞান শূন্যভা
যে বিপুলসংখ্যক শিশু বাড়িয়া উঠিতেছে, বয়সকালে ইহাদের পক্ষে যথা
াদনসক্ষম মানুষ হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা ক্ষীণ।

মোটকথা, আমাদের দেশে নিরক্ষরতা এখনও এক বিরাট সমস্যা। সরকা
বেসরকারী পর্যায়ে শিক্ষা কার্যক্রমের যথেষ্ট প্রসার ঘটিলেও একটা শ্রেণী কি
য়াই যাইতেছে শিক্ষাবঞ্চিত। বাংলাদেশে সাক্ষর এবং শিক্ষিতের হার কত– এ
ব নিয়াও আছে বিভ্রান্তি। প্রায় সব আমলেই দেশে শিক্ষিতের হার বেশী বলি
র করা হয়। ঘটা করিয়া বিভিন্ন জেলা ও উপজেলাকে নিরক্ষরমুক্ত ঘোষ
বার প্রবণতা লক্ষ্যযোগ্য। অথচ বেসরকারী জরিপে দেখা যায়, দেশে শিক্ষিতে
৪২ শতাংশের বেশী নয়। ২০০৩ সালে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো হিসা
য় যে, দেশে শিক্ষিতের হার ২০০১ সালে ছিল ৪৭.৫ শতাংশ। পক্ষান্তে
কেশন ওয়াচ নামের একটি সংস্থা ২০০২ সালে শিক্ষিতের হার ৩৮.৮ শতাং
য়া তথ্য প্রকাশ করে। ২০০৫ সালে আবার ইউনেস্কো পরিসংখ্যান দেয় যে
াদেশে শিক্ষিতের হার ৪১.৫ শতাংশ। এইসব পরিসংখ্যানে শিক্ষিত বলি
াদের বুঝান হইয়াছে তাহাও পরিষ্কার নয়। কেবল বর্ণ পরিচয় এবং কোনোম
দস্তখত করিতে পারা ব্যক্তিকে সাক্ষর বলা গেলেও শিক্ষিত বোধহয় বলা যা
মোটামুটি শিক্ষিত তাহাকেই বলা যাইতে পারে, যিনি স্বচ্ছন্দে অন্তত মাতৃভাষা
কোনো রচনা পাঠ করিতে পারেন, সাধারণ চিঠিপত্রাদি নিজেই লিখিতে পারে
দরকারি হিসাব নিকাশ রাখিতে পারেন। অন্তত এইটুকু জানা না থাকিলে কেব
র ব্যক্তির সঙ্গে নিরক্ষর ব্যক্তির জীবনবোধের ব্যবধান খুব বেশী হইবার ক
আমাদের দেশে নিরক্ষরতা দূরীকরণের নামে এযাবৎ গ্রহণ করা হইয়াছে ব
র। ব্যয়িত হইয়াছে অজস্র অর্থ সম্পদ। বিনিময়ে অর্জিত সাফল্যের মা
ংখ্যানে যেইরূপই দেখান হউক না কেন, কার্যক্ষেত্রে সামান্য।

অথচ শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছাড়া জাতীয় উন্নয়নের টেকসই সোপান নির্মাণ ক
। আমরা প্রায়শই বলিয়া থাকি যে, জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তরিত করিে
সংখ্যাকে শক্তিতে রূপান্তরের জন্য সর্বাগ্রে এবং মৌলিকভাবে যাহা প্রয়োজ
তাহা হইল শিক্ষা। জাতিসংঘ মিলেনিয়াম লক্ষ্যেও এই বিষয়টির ওপর সবিশে
গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য, জাতীয় অর্থনীতির এক
মজবুত ভিত রচনার নিমিত্ত দারিদ্র্য বিমোচনের প্রয়োজনীয়তা সর্বজন স্বীকৃত
জাতিসংঘের মিলিয়াম ডেভেলপমেন্ট লক্ষ্যের সাথে মিল রাখিয়া বাংলাদেশে গ্রহ
করা হইয়াছে তিন বছর মেয়াদী দারিদ্র্য বিমোচন কৌশলপত্র। এই কৌশলপত্রে
যথারীতি গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে শিক্ষার ওপর। এখন দরকার গৃহীত নীি
কৌশলের যথার্থ বাস্তবায়ন। এজন্যে সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে
সুসমন্বিত এবং শক্তিশালীকরণ। শহর এবং গ্রাম সর্বত্র সকল শিশুর স্কুলে যাও
নিশ্চিত করিবার পাশাপাশি, শীঘ্রই যাহাতে তাহারা ঝরিয়া না পড়ে তাহার ব্যবস্থ
গ্রহণ করা প্রয়োজন। শিক্ষাঙ্গনের, বিশেষ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির পরিবে
হওয়া চাই আনন্দময় এবং প্রেরণাদায়ক। অদূর ভবিষ্যতে তবেই আশা করা যা